Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : IV 15th July, 2014 শ্রাবণ ১৪২১, বার্ষিক মূল্য - ১০ টাকা RNI NO. WBBNE / 2012/ 46375

২৬শে মে ২০১৪ নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন
শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর, তবলায় শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য, মঞ্চে সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

বাঙালির উপনিষদ চর্চা

রামরমণ ভট্টাচার্য

উপনিষদের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় খুবই অল্পদিনের। খুব বেশি হলে দুশো বছর। ১৮১৫ এরপর। উপনিষদ সম্পর্কে হিন্দু বাঙালীর এই অজ্ঞতা কিংবা উপনিষদের প্রতি উপেক্ষার অনেক কারণ আছে। বাঙালি কোনদিনই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের অনুরাগী ছিল না। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৈদিক যাগযজ্ঞের যে বিপুল প্রভাব পূর্ব ভারতে বরাবরই তা অনুপস্থিত। বাঙালি পৌত্তলিক এবং একান্তভাবে দ্বৈতবাদী। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কই তার ভগবৎ প্রেমের মূল কথা। ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের গর্ভে জন্ম নেন পুত্র কন্যা কিংবা জায়া-জননী রূপে।

অবশ্য হিন্দুধর্মের সকল ধারাতেই মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করার রীতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যের মতো ঈশ্বরকে জগৎ সংসার থেকে পৃথক করে দেখার রীতিও উপনিষদে আছে। বাঙালি এবং ভারতের লোকায়ত অধিকাংশ ধর্মমত দেবতা আর মানুষকে এক করে দেখে।

বৈদিক ধর্মে পুরুষ দেবতাদের একাধিপত্য আর বাঙালি মাতৃতান্ত্রিক। বাঙালির ধর্মচিন্তায় নারীই সর্বমঙ্গলা, সর্বাধিকারিনী, পুরুষ দেবতারা এখানে সহচর মাত্র। চন্ডী, দূর্গা, উমা, কালি, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি লৌকিক দেবীদের নানা পৌরাণিক কাহিনি রচনা করে মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে আর্যীকরণ করে নেওয়া হয়েছে বাংলায়। প্রধান উপনিষদগুলি বেদের শেষে যুক্ত তাই এগুলি আরণ্যক বা বেদান্ত নামে শ্রুতির অভিহিত। ঈষা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতিরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি এই ১২খানি উপনিষদকে মৌলিক বলে গণ্য করা হয়। যদিও এ পর্যন্ত শতাধিক উপনিষদের সন্ধান পাওয়া

গেছে। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো উপনিষদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ৫০খানি উপনিষদ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন ১৬৫৭ সালে। পরবর্তীকালে ইরান হয়ে এই অনুবাদ ইউরোপে পৌঁছায়। প্রথমে ল্যাটিন পরে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলিতে অনুদিত হয়। বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে ইউরোপ বাঙালির থেকে আগে উপনিষদের গভীর তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হতে না পারার আরও কারণ ভাষা এবং নানাধরণের বিধিনিষেধ। শূদ্রদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ। পঞ্চম শতাব্দীর আগে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছিল না। বৈদিক ধর্মানুসারী আর্যদের কাছে বাঙালি মাত্রই ছিল শূদ্র। বৈদিক সমস্ত সাহিত্যই ছিল সংস্কৃত ভাষায়। উচ্চকোটির মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ছাড়া সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও বাঙালির পরিচয় ছিল না। আর্যীকরণ শুরু হবার পর দশম শতাব্দী থেকে বাংলায় অনেক মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। জয়দেব বড়ু চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম এবং বৈষ্ণব পন্ডিত বৃন্দ ভাগবৎ, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পূরাণ বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। কবিদের স্বীকরণের ক্ষমতা ছিল অসীম। জনসাধারণের সঙ্গে যোগও ছিল নিবিড়। প্রথম পর্যায়ে অনুবাদে দক্ষতা অর্জনের পরপরই স্বরচিত কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। বিশেষ করে তুর্কী আক্রমণের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসে চেতনায়। চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করার পর দেবদেবীদের মর্তজীবন নিয়ে চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের ধারা বিকশিত হতে থাকে অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্য। বিদগ্ধ পন্ডিত কবিরা লিখতে থাকে 'চৈতন্য মঙ্গল' 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই সব নামে চৈতন্যের জীবনকাহিনী। শত সহস্র 'পদকর্তা' সৃষ্টি করেন গীতি কবিতা। মধ্যযুগের এই কাব্য কেবল বাংলা ভারত নয় বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই প্রসঙ্গে বিদেশী মুসলমান শাসকদের অবদানকেও স্মরণ করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাঁরা রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য দরদী ভূমিকা গ্রহণ করেন। আলওয়াল, দৌলত কাজি, মোতালিব প্রমুখ প্রতিভাবান কবিরা হিন্দুর দেবদেবীর থেকে বেশি গুরুত্ব দেন মানবসমাজের ওপর। মানব মানবীরাই তাদের কাব্যকাহিনিতে নায়ক নায়িকার মর্যাদা লাভ করেন। এইসব প্রচেষ্টা বাঙালির সাহিত্য ভাবনায় নতুন অভিমুখ রচনা করে, সামগ্রিক ভাবে পুষ্ট করতে থাকে ইহবাদকে, জীবনবোধকে। ভক্তিবাদী এবং মানববাদী ধারাদুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে প্রতিরোধ করে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী ধ্যানধারণাকে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা উপনিষদের এই ব্যাখ্যা বাঙালিকে সম্ভবত আরও বেশিকরে উপনিষদ বিমুখ করে তোলে।

এই যুগের শেষে আধুনিক যুগের প্রথম প্রভাতে রামমোহনের আবির্ভাব। তাঁর জন্ম কোনো আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনা নয় এবং ঐতিহাসিক অনিবার্যতার পথ ধরেই তাঁর আগমন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার অর্ধশতাব্দী পরে বাঙালি বুদ্ধিজীবী অনুভব করল ইউরোপের যুক্তিবাদী সভ্যতার অন্তরে যে বিপুল শক্তি ও সামর্থ আছে তার সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত অস্ত্র বর্তমানের ইহবাদের নেই। এর জন্য প্রয়োজন আরও শক্তিশালী আয়ুধ যে আয়ুধ আমায় হীনমন্যতাকে দূর করে নৈতিক শক্তিকে স্পর্ধিত করবে, বিশ্বমানবতাবোধকে সমৃদ্ধ করবে। রামমোহন নিশ্চিত ছিলেন সে আয়ুধ আছে ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য উপনিষধের মধ্যে। সমগ্র উপনিষদ নয় তার কয়েকটি ধারাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মূল্যায়ন করে এই সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। ১৮১৫ তে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে এসেই 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং পরের বছর বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। ঈশ, কেন কঠ, মুন্ডক এবং মান্ডুক্য এই ৫খানি উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ করেন। বাঙালির উপনিষদ চর্চার প্রকৃত সূত্রপাত এখান থেকেই। বাঙালির চিন্তাচেতনায় যে মহাপরিবর্তন সাধিত হলো সে আলোচনায় প্রবেশ করব বারান্তরে।

২৬শে মে ২০১৪ রায়নগর, বাঁশদ্রোণীতে অনুষ্ঠিত নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ

২৬শে মে ২০১৪ সোমবার বিকাল ৫.৩০মিনিটে রায়নগর বাঁশদ্রোণী অফিসে নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ শুচনা করা হয়।

শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজ নজরুল জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্ত্রীর অনুষ্ঠান আনোয়ারশাহ রোডস্থ অফিসের ২য় তলায় 'বিমল চ্যাটার্জী' অডিটোরিয়ামে করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য্য এবং বিশেষ অতিথি কলকাতা কর্পোরেশনের ১১১নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য্য। আগামী ৩০শে জুলাই ২০১৪ বার্ষিক সাধারণ সভা আমাদের আনোয়ার শাহ রোডস্থ অফিসের ২য় তলায় 'বিমল চ্যাটার্জী' অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আপনারা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলবেন। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কলকাতা কর্পোরেশনের ১১১নং পৌর প্রতিনিধি শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য। তিনি বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি শ্রম আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রমজীবি আন্দোলনের কবি নজরুলের জন্ম রানীগঞ্জের নিকট চুরুলিয়া। নিবারণবাবু নজরুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শেই নজরুল অনুপ্রাণিত হন। পরবর্তীকালে কমরেড মুজাফ্ফর আহম্মেদ নজরুলের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেন। শিশু বয়স থেকেই নজরুলের সংগ্রামী জীবন শুরু হয়। নজরুল কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। ১৯২৫ সালে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়, এরপর নজরুলকে জেলে যেতে হয়। সেই বছরই লাঙ্গল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা এবং ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ১৯২৮ সালে 'সওগত' প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়াজেদ আলী, আবুল ফজল এর সাথে জড়িত ছিলেন। আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার আজকের দিনের অবস্থার বর্ণনা করেন। আমরা এ কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছি। আজকের দিনে নজরুল বড় প্রয়োজন। শিকল ছিড়ার গান গাইতে হবে। প্রচন্ড অগ্নিগর্ব মানুষের দুঃখ কষ্টকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। স্বল্প পরিসরে তিনি শ্রমজীবি মানুষের এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতি নজরুলের ভালবাসার কথা সভায় তুলে ধরেন। এত বছর পরেও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। আমরা জয় পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে স্মরণ করছি। কান্ডারী হুশিয়ার শব্দ উচ্চারণ করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন নজরুল যার জন্য নজরুল হয়েছেন তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পুরুষকে বড় করার পিছনে নারীর অবদান অপরিসীম। প্রমীলা যদি না থাকতেন তবে নজরুল এত বড় হতে পারতেন কি, না সংশয়ের বিষয়। অসাধারণ এই মহীয়সী নারী বাংলায় আর দ্বিতীয় নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি গিরিবালা সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করেন। হিন্দু বাল বিধবা গিরিবালা তার মেয়ে প্রমীলাকে এক মুসলিমের সাথে বিয়েতে সম্প্রদান করেছেন। গিরিবালা বিশ্বাস করতেন হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি নয়। গিরিবালার প্রকৃত মূল্যায়ন করেন কবি জসিমদ্দিন তার 'ঠাকুরবাড়ী' গ্রন্থে। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন আমাদের দেশে মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের রাজ্যে ফ্যাসিবাদের রাজত্ব চলছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে। নজরুলের লেখা থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারপর তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর। শ্রীমতি খাস্তগীর এর পর একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি অপরাজিতা মুখার্জী, শ্রীমতি শিউলী গাঙ্গুলী, এবং শ্রীমতি মৌসুমী চক্রবর্তী। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রীমতি কবরী লাহিড়ী। আবৃত্তির পর শ্রীমতি শিউলী গাঙ্গুলীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে তবলায় সঙ্গত করেন শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য। সবশেষে সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

।। ধনাদার স্মরণে।।

প্রশান্ত কুমার ধর

হে! বীর সংগ্রামী সৈনিক, চলে গেলে উড়ে,
দূর দূরান্তে, কোন এক শান্তির নীড়ে,
ক্ষণে ক্ষণে, পরে মনে, ভুলিতে নাহি পারি,
যে দিকে তাকাই দেখি তোমাকে,
আছ যেন মোদের মনে।

হাল ধরেছ বহু লড়াইয়ে, পিছু হটোনি কখনও,
কৃতিত্বের আসনে বসেছ তুমি, প্রশংসার পঞ্চমুখে,
সর্বদা দেখেছি, হাসিমুখ তোমার, দেখিনি বিষন্নতা কখনও,
শুধু দিয়েই গেলে, নিলেনা কিছু, স্মরণে থাকবে অন্তরে।

উৎসর্গীত জীবন তোমার, ঘরে বাহিরে, হেলনি এতটুকু
কোথাও, সত্যকে রেখেছ ধরে, অন্তরের গভীরে,
দেখেছ যখনই অন্যায়-অবিচার, মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছ হেথায়,
করোনি আপস, দেখিয়েছ স্বচ্ছপথ, স্বস্তি এসেছে সেথায়।

প্রয়োজনে অনেকদিন কাটিয়েছ দূরে,
সেথাও তোমার প্রশংসার, ঘাটতি ছিলনা একেবারে,
পেয়েছ ভালবাসা, অর্জন করেছ বিশ্বাস,
কখনও তাঁরা ভুলিবেনা, তোমায়, যতক্ষণ থাকবে শ্বাস।

সদা হাস্যমুখে, পোশাকে অতিসাধারণ,
সময়, নিষ্ঠায়, ছিলে তুমি অসাধারণ,
একখানি পুরোন সাইকেল, ছিল তোমার বাহন,
সবার ডাকে, সর্বকাজে, সদা থাকতো তোমার পাশে।

নিজের কথা ভাবনি কখনও, আগলে রেখেছ সবাইকে
আপদে বিপদে, দিয়েছ মনপ্রাণ, তাদেরই প্রয়োজনে
ছিল সততা, ছিল সরলতা, কথায় ছিল শান,
তাইতো তুমি সকলের কাছে, পেয়েছ যোগ্য সম্মান।

অনেক কিছু শিখেছি মোরা, তোমারই হাত ধরে,
শাসন করেছ, ভালো বেসেছ, মনে পরে প্রতি মুহূর্তে,
পথ দেখিয়েছ, পেয়েছি অনুপ্রেরণা, এনেছ সঠিক পথে,
সেই পথেই হাটছি মোরা, ভুলিবনা তোমায় ভুলিব না।

যেখানেই থাকো সাথী, থাকো সুখে-শান্তিতে,
অমর হয়ে থাকবে তুমি, মোদের হৃদয় মাঝে,
ছড়িয়েছ সকলের মনে, তোমার প্রাণের সুর,
এখনও বাজে কানে, কত যে নতুন।

(সুশীল রায় এর স্মরণে)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৪-১৫ সালের জন্য সদস্যপদ পুনঃনবীকরণের কাজ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে শুরু করা হয়েছে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ নবীকরণের জন্য ১০/-এবং প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১০/- মোট ২০/-জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তা ছাড়া আগামী ৩০শে জুলাই ২০১৪ বুধবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সকল সদস্য / সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 033 - 2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.